যুগান্তর

তারিখ 21 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চবিতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতার ঝুলন্ত লাশ

চবি প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একাংশের নিয়ন্ত্রক দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেট এলাকার নিজ বাসায় ফ্যানের সঙ্গে ঝোলানো অবস্থায় দিয়াজের মরদেহ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দিয়াজের মৃত্যুর খবর ক্যাম্পাসে এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা দিয়াজের বাসার আশপাশে ভিড় জমায়। দিয়াজ ইরফান চট্টগ্রামের মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দিনের অনুসারী ছিলেন। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) এইচএম মশিউদ্দৌলা রেজা বলেন, বাসার ভেতর লাশ ঝুলছে খবর পেয়ে হাটহাজারী থানা পুলিশ সেখানে যায়। দরজা ভেঙে বাসায় ঢোকার পর ঝুলন্ত অবস্থায় লাশ পাওয়া গেছে। এখন লাশটি উদ্ধার পরবর্তী প্রক্রিয়া চলছে। হাটহাজারী থানার ওসি বেলাল উদ্দিন জাহাঙ্গীর বলেন, ছাত্রলীগ নেতা দিয়াজের লাশ উদ্ধার করার জন্য আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। কিভাবে মৃত্যু হয়েছে সেটা তদন্তসাপেক্ষে বলা যাবে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়া দিয়াজ গ্রুপের নেতাকর্মীরা সেখানে যান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি শোভন শুভ বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং গেটে ভাড়া বাসায় ফ্যানের সঙ্গে দড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় আমরা দিয়াজ ভাইকে দেখেছি। রাত পৌনে ১০টার দিকে পুলিশ দরজা ভেঙে বাসার ভেতর ঢুকে। শোভন জানান, সম্প্রতি কোন্দলের জের ধরে দিয়াজের বাসায় ভাংচুর হয়। এরপর থেকে তার মা ও বোন ওই বাসায় থাকেন না। তার ছোট ভাই ঢাকায় থাকেন। দিয়াজ একাই বাসায় থাকেন। শত্রুতার জেরে কেউ তাকে খুন করে মরদেহ ঝুলিয়ে দিয়েছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখার অনুরোধ করেন শোভন।

দিয়াজের মৃত্যুর খবরে ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মেয়রের অনুসারী ছাত্রলীগের মধ্যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। এর একটি ধারার নেতৃত্বে আছেন বর্তমান সভাপতি আলমগীর টিপু এবং নেপথ্যে থেকে আরেকটি ধারার নেতৃত্ব দিতেন দিয়াজ। দলীয় কোন্দলের জেরে সম্প্রতি দিয়াজের বাসায় ব্যাপক ভাংচুর চালানো হয়। এ ঘটনার পর তার মাকে থানায় মামলা করতে গিয়ে হেনস্থা হতে হয়। দিয়াজের আরেক অনুসারী ছাত্রলীগের সহসভাপতি মামুন বলেন, বাসায় ভাংচুরের পর দিয়াজ ভাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তার ওপর অনেক ধরনের চাপ ছিল। কিন্তু এ জন্য দিয়াজ ভাই আত্মহত্যা করবেন, এটা আমরা মানতে পারছি না। তাকে কেউ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে কিনা সেটা তদন্তের দাবি জানাচ্ছি আমরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সানজিদা জিনিয়া বলেন, এটি আত্মহত্যা কিনা জানি না। দিয়াজের পা খাটের সঙ্গে লাগানো দেখলাম।